COMPILED AND CIRCULATED BY PROF. TAPAS RANA
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

দণ্ডী ও দশকুমারচরিত

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে এক উজ্জ্বলতম প্রোথিতযশা কবি হলেন দণ্ডী। 'অবন্তীসুন্দরী কাব্যে বিধৃত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় দণ্ডীর প্রপিতামহ ছিলেন 'কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যস্রষ্টা ভারবি (নামান্তর দামোদর)। দণ্ডীর পিতামাতা হলেন বীরদত্ত ও গৌরী। কৌশিক-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। কাঞ্চীতে জন্মগ্রহণ করেন দণ্ডী। দশকুমারচরিতে কলিঙ্গের উল্লেখ, কাবেরী তীর পর্যন্ত ভাষার সাদৃশ্য এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক প্রথার বর্ণনা থাকায় দণ্ডীকে দাক্ষিণাত্য তথা বিদর্ভ দেশ নিবাসী বলে মনে করা হয়। শৈশবকালেই তিনি মাতাকে এবং উপনয়ন সংস্কারের পরেই পিতাকে হারিয়ে শ্রুতি সরস্বতী নামে দুজন ব্যক্তির নিকট লালিত পালিত হন। 'হারাবলী' গ্রন্থ থেকে আমরা দণ্ডীর লেখা তিনখানি গ্রন্থের কথা জানতে পারি--

ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়া গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।।"

প্রচলিত তথ্যানুযায়ী 'অবন্তীসুন্দরীকথা', 'দশকুমারচরিত' ও 'কাব্যাদর্শ' এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন দণ্ডী। তবে কাব্যাদর্শকার দণ্ডী এবং 'দশকুমারচরিত'-এর রচয়িতা দণ্ডী এক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, আলঙ্কারিক দণ্ডীর কাব্যাদর্শে বিহিত মতাদর্শ 'দশকুমারচরিতে' যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি। ডঃ এস, কে, দে 'অবন্তীসুন্দরীকথা'কে দণ্ডীর রচনা বলে মনে করেননি। Jacobi ও পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 'ছন্দো বিচিতিঃ' নামক একখানি ছন্দোগ্রন্থকে দণ্ডীর স্বতন্ত্র লুপ্তগ্রন্থ বলেছেন। পিটারসন ঐ গ্রন্থকে 'কাব্যাদর্শের পরিশিষ্ট বলেছেন। অনেকের মতে দণ্ডী 'কলাপরিচ্ছেদ' নামক আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন দণ্ডী অবন্তীসুন্দরীকথাসারঃ গ্রন্থেরও রচয়িতা।

দণ্ডীর আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিতেরা একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। Maxmuller, Macdonel, Keith, Kane- প্রমুখ পণ্ডিতেরা দণ্ডীকে ভামহের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। দণ্ডী ও ভামহের রচনার মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে এবং দণ্ডীর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে ভামহের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। P.V.Kane মনে করেন, দণ্ডী ও ভামহের কেউই সাড়ে সাতশ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। কেউ কেউ দণ্ডী ও বাণকে সমকালীন বলে মনে করেন। সেই দিক থেকে দণ্ডীর কাল ৬৫০-৭৫০ খ্রীঃ। Weber এবং Collirsএর মতে দশকুমারচরিত-এর রচনাকাল ৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। কেউ কেউ কাব্যাদর্শের রচনাকাল খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতক বলে দাবি করেন। ডঃ ধর্মেন্দ্র কুমার গুপ্ত 'A Critical Study of Dandin and his Works গ্রন্থে ৬৫৫ থেকে ৭১০ খ্রীঃ কেই দণ্ডীর আবির্ভাব কাল বলে উল্লেখ করেন। অবন্তীসুন্দরী কথাসার থেকে জানা যায়, ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী দখল করলে জন্মস্থান পরিত্যাগ করে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন দণ্ডী। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা পুনরায় কাঞ্চী অধিকার করলে দণ্ডী স্বদেশে ফিরে আসেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে সপ্তম শতাব্দীতে দণ্ডীর আবির্ভাব। সমস্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে দণ্ডীর সময়কাল ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ।

বাস্তবধর্মী কাহিনীরচনায় দণ্ডী গদ্যকাব্যের অনেক কবিদের চেয়ে প্রতিভাধর। সমাজের প্রায় সবশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ মানুষদের বাস্তব-চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর লেখনী-তুলিকা দিয়ে। দশকুমারচরিতে'র সঙ্গে মৃচ্ছকটিকে'র বিরাট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সুবন্ধু ও বাণভট্টের চেয়ে দণ্ডী অনেক সাবলীল, সহজ। দণ্ডীর ভাষায় বাণভট্টের মতো

ধ্বনিঝঙ্কার নেই কিন্তু আছে অসামান্য লালিত্য, শব্দচয়নের পারিপাট্য, ললিতকোমল পদবিন্যাস। সমালোচকগণ তার এই শব্দচয়নের, মন্ত্র-মধুর যোজনার বিশেষ প্রশংসা করেছেন 1 দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্ বলে জয়গান গেয়েছেন। তার সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে–কবিদণ্ডী কবিদণ্ডী কবিদণ্ডী ন সংশয়ঃ।" প্রধানতঃ বৈদভীরীতিতে রচিত হলেও মধ্যে মধ্যে গৌড়ীরীতিও অনুসৃত হয়েছে। সমাসবদ্ধ পদগুলি কখনোই পাঠক সমাজের চিত্তকে ক্লান্ত করেনি। শ্লেষালঙ্কারের প্রয়াগেও ভারাক্রান্ত করেনি একটুও। দণ্ডীর কাহিনী-উপস্থাপনাকে কেউ কেউ আরব্যোপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত সব কার্যাবলী, অদ্ভুতরসেও আবিষ্ট কাহিনীর অগ্রসৃতি। তবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক রসের রসধারাতেও প্লাবিত হয়েছে কাব্যকলেবর।দণ্ডীর বর্ণনাশক্তিরও প্রশংসা করেছেন সহৃদয় কাব্যরসিকগণ। তার বসন্তবর্ণনা, সন্ধ্যাবর্ণনা, যমলোকের বর্ণনা এবং অন্যান্য অনেক বর্ণনায় এক আবেশমধুর চমৎকারিত্ব আছে।একটি কিম্বদন্তীতে দণ্ডীকে কবি হিসাবে বাল্মীকি ও ব্যাসের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে-

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাহভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি।"

Keith দণ্ডীর রচনা সম্পর্কে বলেছেন–"Dandin is unquestionably masterly in his case of language. He is pefectly capable of simple easy narrative, and in speeches which he gives to his characters he avoids carefully the error of elaboration of language."

আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যাকাব্য হিসাবে দশকুমারচরিত'সুপরিচিত । এই কাব্যখানি পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা নামক দুটি অংশে বিভক্ত। পূর্বপীঠিকায় পাঁচটি এবং উত্তরপীঠিকায় আছে আটটি উচ্ছ্বাস। হাটেল দশকুমারচরিতের গোড়ার অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। গ্রন্থখানির বিভিন্নপাঠে মূল আখ্যানের অবান্তর ভেদ বিদ্যমান। গবেষকগণের ধারণা সমগ্র অংশের রচয়িতা দণ্ডী নন। দশকুমারচরিত (অর্থাৎ দশজন কুমারের বৃত্তান্ত) হলেও আমরা ৭জন কুমারের সম্পূণ কাহিনী এবং ৮ম কুমারের প্রারম্ভিক কাহিনী পর্যন্ত পেয়েছি। পূর্বপীঠিকায় দশ কুমারের জন্ম থেকে কৈশরের জীবন ও দুজন রাজকুমারী বৃত্তান্ত এবং রাজবাহনচরিতের সূচনা বিধৃত হয়েছে। 'দশকুমারচরিত' এই গ্রন্থনামটিকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট দুই-কুমারের বৃত্তান্ত সংযোজিত করেছেন চক্রপাণি দত্ত নামক জনৈক দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত। তিনি পূর্বপাঠিকার প্রান্তিক অংশেরও সংযোজনা করেছেন। কেউ কেউ জনৈক পদ্মনাভ কর্তৃক একটি নবম উচ্ছ্বাসের সংযোজনার কথা উল্লেখ করেছেন। যাই হোক সামগ্রিক আখ্যানকে ভূমিকাপর্ব, মূলপর্ব ও খিলপর্ব–এই তিন পর্বে ভাগ করা যেতে পারে।দশকুমারচরিতের দশজন কুমারের নাম হল মগধরাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন মিথিলাধিপতি প্রহারবর্মার পুত্র উপহারবর্মা, অপহারবর্মা, মগধরাজমন্ত্রী ধর্মপালের পৌত্র মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, অর্থপাল, মগধরাজের দ্বিতীয় মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের পৌত্র বিশ্রুত ও পুষ্পোদ্ভব এবং মগধরাজের তৃতীয়মন্ত্রী সিতবর্মার পৌত্র প্রমিতি ও সোমদত্ত।

বিষয়বস্তু: মগধরাজ রাজহংস মালবরাজ মানসারের কাছে পরাভূত হয়ে স্ত্রী বসুমতীসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন বিন্ধ্যপর্বতে। সেখানে রাজবাহন নামে তাদের একটি পুত্রের জন্ম হয়। দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত হন মিথিলারাজ প্রহারবর্মার দুই পুত্র উপহারবর্মা ও অপহারবর্মা এবং সাতজন মন্ত্রীপুত্র। নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে রাজহংস

বামদেবের পরামর্শে দশজন কুমারকে দিগবিজয় যাত্রার অনুমতি প্রদান করেন। দশজন কুমার দেশভ্রমণের অন্তে উপস্থিত হন বিন্ধ্যপর্বতে। এই স্থানে ব্রাহ্মণরূপী কিরাত মাতঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণের উপকারের উদ্দেশ্যে সহচরগণের অজ্ঞাতসারে রাজবাহন তার সঙ্গে পাতাল প্রবেশ করে তাকে পাতালপুরীর রাজা হতে সাহায্য করেন। এবং তার কাছ থেকে ক্ষুধা–তৃষ্ণা–নাশক একটি রত্ন উপহার পান। এদিকে রাজবাহনের সহচরকুমারগণ রাজবাহনকে খুঁজে না পেয়ে তার অন্বেষণে বহির্গত হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নানা দুঃসাহসিক অভিযানের শেষে দৈবক্রমে দশকুমার পুনরায় মিলিত হলেন এবং প্রত্যেকে তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বিবৃত করলেন। ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনীই হল 'দশকুমারচরিতের' বিষয়বস্তু।

দশকুমারচরিত টীকা: শিবরাম পন্ডিতের ভূষণা টীকা কবিন্দ্রাচার্যের পদ চন্দ্রিকা টীকা ভানু চন্দ্রের লঘুদীপিকা টীকা এছাড়াও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ,জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থ প্রাপ্তি স্বীকার : ১. 'দশকুমারচরিতম্' অনুবাদ ও সম্পাদনা, রাজীব সিনহা ও শুভময় পাহাড়ি।

২. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- ড:গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়